যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা 4 ... কলাম ...

02 2002

ঢাবি খুলিবার সিদ্ধান্ত

দীর্ঘ ৫০ দিন বন্ধ থাকিবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর। গত বৃহস্পতিবার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সংস্থা সিন্ডিকেট এক জরুরি সভায় মিলিত হইয়া এই সিদ্ধান্ত লইয়াছে। ইহার ৪ দিন পূর্বে হলগুলি খুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। জুলাইয়ের ২৩ তারিখ গভীর রাত্রে শামসুন্নাহার হলে পুলিশের বর্বর হামলার ঘটনার পর ক্যাম্পাস অচল হইয়া পড়ে প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীদের মিছিল, মিটিং, অবস্থান ইত্যাদির কারণে। তৎকালীন উপাচার্য তাহার নির্বাহী ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয় ২৭ জুলাই বন্ধ ঘোষণা করেন অনির্দিষ্টকালের জন্য। সেই অনির্দিষ্টকালের সমাপ্তি ঘোষিত হইয়াছে। যেই সকল ছাত্রছাত্রী আবাসিক হলগুলিতে ছিল তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে ৮ সেপ্টেম্বর হইতে। প্রত্যেক বৈধ সিট প্রাপককে তাহার আইডেনটিটির মাধ্যমে হলে তোলা হইবে। বহিরাগত, অছাত্রছাত্রী, সন্ত্রাসী ও দাঙ্গাবাজ-অস্ত্রবাজদের রুখিবার লক্ষ্যে এই পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে লক্ষ্য অর্জন কতটা সফল হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা কঠিন। তবে পুলিশ যদি চায় এবং চান যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তাহা হইলে টেন্ডারবাজ, চাঁদাবাজ, অস্ত্রবাজ মাস্তানদের এই 'সংঘ' ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। সেই সদিচ্ছার প্রকাশ দেশের অভিভাবক মহল দেখিতে চান। যাহাদের কাছে অভিভাবকদের এই প্রত্যাশা, সেই শিক্ষক মহল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, উপাচার্যসহ সুশীল সমাজকে তাহা বাস্তবায়নে আন্তরিক ও দ্রুত তৎপর হইতে হইবে। কেননা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা আর কোন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখিতে রাজি নন। ক্যাম্পাস পড়াশোনার উপযোগী হউক ইহাই সকল পক্ষের প্রত্যাশা। সিন্ডিকেটের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার পর শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক পরিবেশ পরিস্থিতির স্বার্থে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীর নামে, দায়ের করা মামলাগুলি অবিলম্বে প্রত্যাহার করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন।

৫০ দিনের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া যে কতটা ক্ষতির একজন শিক্ষানুরাগীর কাছে তাহা স্পষ্ট। ইহা লইয়া অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ভাবিত, কিন্তু দুর্ভাবনা তাড়িত নন কেবল রাজনীতিমনস্ক শিক্ষকগণ, যাহারা দেশের চলমান রাজনৈতিক ধারার প্রতি আনুগত্যের কারণে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটাইতেও পশ্চাতপদ হন না। শামসুন্নাহার হলে গভীর রাত্রে পুলিশ প্রেরণ ও ছাত্রীদের আটক করিয়া থানা লকআপে রাখা, চরম পুলিশি অসদাচরণ, সেই নগ্ন মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ, যাহা এই কালের জন্য অনুপযোগীই নয়, বর্বরতারও শামিল। শামসুন্নাহার হলের দুর্ঘটনার পূর্বে, বুয়েট ছাত্রী সনির নির্মম মৃত্যুর পর সুশীল সমাজে দাবি উঠিয়াছে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হউক। কেননা ছাত্র রাজনীতির ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসী কর্ম, হত্যা, খুন, টেন্ডারবাজি, হল দখল, সিট দখল ও ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তারের দলাদলি, গোলাগুলি প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হওয়ায় পড়াশোনা ব্যাহত হয়। ছাত্র রাজনীতির অপকর্ম, শিক্ষক রাজনীতির দলাদলি ও কনসালটেন্সি প্রবণতা শিক্ষাজট সৃষ্টিতে সহায়ক হইয়াছে। ছাত্র রাজনীতির ডামাডোলে পড়িয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন যে নিয়তই ব্যাহত হইতেছে, উহার অবসান জরুরি। বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চিন্তার মধ্যেও রহিয়াছে বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। সিন্ডিকেট সদস্যগণ শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখিবার সর্বাত্মক সহযোগিতা চাহিয়াছেন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল সচেতন মানুষের। আমরাও মনে করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ক্যাম্পাসের শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী গঠন ইতিবাচক ফল দিতে পারে। আর ৫০ দিন পিছাইয়া পড়া ক্লাস, পরীক্ষাসমূহ লওয়ার ব্যাপারে শিক্ষকগণের ঐকান্তিক প্রয়াস জরুরি। কোন সন্ত্রাসীই যাহাতে ক্যাম্পাস ও হলে আশ্রয় লইতে না পারে, সেই ব্যাপারে হল কর্তৃপক্ষের উচিত কঠোর ভূমিকা লওয়া।